উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা

নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ

সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ আরেফুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ

সম্পাদনা সহযোগী
• এহসানুল ইসলাম • এম. আবদুল হক
• আসিফ মাহমুদ • এইচ এস ফিরোজ
• ফারুক আহমেদ • সমর মিত্র
• মাসুদুর রহমান • আবুল হোসেন
• জহির হোসেন • লীনা ইনাম
• রেহানা আখতার • এ মল্লিকা রাজ
• জাহিরুল করিম • বেলায়েত হোসেন

বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল — আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন — আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ — বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী — অষ্ট্রেলিয়া
মোঃ মোজাফিজুর রহমান — পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ — জাপান
আবুল কাশেম মিয়া — জাপান
এস, ব্যানার্জী — ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক — ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা — সিংগাপুর
এন,এম, জামাল — সুইডেন
ইমরুল কায়েস — ফ্রান্স
মোঃ হাফিজুর রহমান — হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ — মধ্যপ্রাচ্য

শিল্প নির্দেশনা ঃ আহসান হাবীব
প্রচ্ছদ ঃ সিসটেম
ক্যামেরা ঃ ইয়াসীন বাবুল
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৫০৬৪৮৫ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৬৭৪৬

মুদ্রণে ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।

জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
নাজনীন সামাদ
সালমা ফেরদৌস বীথি

প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড,
ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৫০৬৪৮৫, ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৬৭৪৬

দাম ঃ প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
নভেম্বর ১৯৯৩

পশ্চাদপদতা কার, জনগণের, না সরকারের?

পাকিস্তানের ১৫টি মহানগর ও নগরের মধ্যে আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০০ কিলোমিটার ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন করা হচ্ছে। কয়েক লক্ষ টেলিফোন সংযোগ দিয়ে দেশটির নগরমালা সংযুক্ত হবে। এর ফলে, বিশ্ব জোড়া অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সুফল পাবে দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। কারণ, একা করাচী শহরে বাস করে সমগ্র পাকিস্তানের ২৫ ভাগ জনসংখ্যা। ১৫টি শহরের অধিবাসীর মোট সংখ্যা জনসংখ্যার ৬০ ভাগের উপরে। এদিকে, আমাদের পাশ্ববর্তী ভারতে এখন গত বছর ১২৩,৩৭৯টি পার্সোনাল কমপিউটার বিক্রি হয়েছে। এ সংখ্যাটি বিরাট। বাংলাদেশে তিন দশকের চেষ্টায় মোট ১৫ হাজারের মত কমপিউটার এসেছে। বছরে বৃদ্ধির হার মাত্র ১০ শতাংশ।

পাশের দেশগুলিতে উন্নত যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার এক সাড়া জাগানো গতিতে অগ্রসর হচ্ছে এখন, এ সময় আমাদের অবস্থা শোচনীয়। আমাদের জীবনে ব্যক্তিগত অভিলাষের বাইরে জাতীয় কোন অগ্রগতির খবর নেই। অতীতের মনোবেদনা, মীমাংসার অযোগ্য খাতগুলির সংকট, পশ্চাদপদতা ও খুবই অনগ্রসর কর্মকাঠামো নিয়ে আমাদের সরকারের পর সরকারগুলি ব্যস্ত। অথচ এ সময়েই ইউরোপ ও এশিয়া অতিক্রম করে নতুন সভ্যতার ঢেউ আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের ভাগ্য বদলাচ্ছেনা।

বিদেশী বিনিয়োগ এদেশে সামান্য। বেসরকারী মূলধনের শক্তি নগণ্য। নতুন যুগকে জাতীয় জীবনে রূপায়নের মত বিনিয়োগ শক্তি একমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই আছে। কারণ, বিদেশী সাহায্যের সবটুকু এবং জাতীয় আয়ের একপঞ্চমাংশ (২০%) অর্থ সম্পদ ব্যয় করে সরকার একা। উপযুক্ত অবকাঠামো ও প্রযুক্তিতে সরকারী বিনিয়োগ অনুভবনীয় হয়ে না-ওঠার প্রভাব সাধারণ অর্থনীতিতেও আছে। ভবিষ্যতে জীবনজীবিকা আরও আদিম বৃত্তে পুঞ্জীভূত হয়ে অবস্থা হয়ে উঠতে পারে আরও সঙ্গীন।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর সালাম চীন সফরকালে চীনকে আমেরিকার সাথে প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ভারতকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, চীনের সাথে প্রতিযোগিতা করতে। বাংলাদেশ সফরকালে তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই পৃষ্ঠপোষক, ভারতের সাথে প্রতিযোগিতার সাহস অর্জন করতে বলেছিলেন আমাদের। বস্তুতঃ গত ৭/৮ বছরে চীন, ভারত একটা প্রতিযোগী ভূমিকা নিয়ে সফল হয়ে এখন মিলিত হচ্ছে এশীয় সহযোগিতার উন্নতভূমিতে। কিন্তু এশিয়াজুড়ে জীবনের আধুনিকতম বিস্তারে আমরা কোন চ্যালেঞ্জ বোধ করছি না। আমরা ভবিষ্যতকে বিসর্জন দিচ্ছি বর্তমানের কাছে। বর্তমানকে বিসর্জন দিচ্ছি ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীবদ্ধ ও জাতীয় ব্যর্থতার অতীত অন্ধকারে। একবিংশ শতাব্দীতে কী চাই আমরা, নিছক ওজারতি, ক্ষমতা ও ব্যক্তি সম্পদের বাইরে, তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও বোধ আমাদের জন্য স্থির করেননি কেউ। আশেপাশের দেশের দিকে তাকিয়ে কাজ করার বুদ্ধিমত্তাটুকু থাকলেও বোধ হয় এমন দুরবস্থা আমাদের উপর চেপে বসতো না।

কয়েক বছর আগেও মাসের পর মাস ধরে বিকল পড়ে থাকা টেলিফোন নিয়ে কলকাতাবাসী শবযাত্রার মহড়া করতো। আজ টেলিযোগাযোগ, পাতাল রেল, নির্বিঘ্ন বিদ্যুত, কমপিউটারায়নে কলকাতা হয়ে উঠছে ভারতের দ্বিতীয় সিলিকন ভ্যালী। প্যাকেট সুইচিং, ই-মেল, ভিডিও কনফারেন্সীং-এ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে সেদিনের অন্ধকার কলকাতা। বিপরীতে আলোকিত ঢাকা অন্ধকার ও বোবা হয়ে আসছে! এ ব্যর্থতা জনগণের নয়। এ অন্ধকার, ক্ষমতাবান নারীপুরুষদের মানসিকতার অন্ধকার।

কিছু কিছু মন্ত্রী ও তাদের বারান্দাজীবি চেম্বারপতিরা এ জন্য জনগণকে দায়ী করার চেষ্টা করছেন। আমরা বলে আসছি, দেশের জনগণকে এজন্য দায়ী করার চেষ্টা বৃথা। সরকারের কোন রকম সহযোগিতা ছাড়াই বাংলাদেশের দুটি প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানে তাদের ব্যাঙ্কিং সফটওয়্যার রপ্তানী করেছেন। কিন্তু জাতীয় ব্যাঙ্কিং খাতের সফটওয়্যার নির্মাণের দায়িত্বের সাথে জাতীয় মেধাশক্তি যুক্ত করার প্রশ্ন যখন দেখা দেয় তখন সরকারের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ওঠে। ডাটা এন্ট্রি শিল্প বলে বিশ্বে কিছু নেই, একথা বলে কমপিউটার কাউন্সিলের ভূতপূর্ব জমিদার নায়েব সাক্ষাতকার প্রচারের দু'মাসের মধ্যে ঢাকায় ডাটা এন্ট্রি শিল্প আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন বিদেশ থেকে প্রত্যাগত একজন কমপিউটার বিজ্ঞানী। এ দেশে যা কিছু সৃজনশীল, তার উন্মেষ ঘটছে, সরকারী কোন সহযোগিতা ছাড়া, বরং বেদনাবহ প্রতিবন্ধকতার মধ্যে। এতে বারংবার প্রমানিত হচ্ছে, আমাদের সমকালীন ব্যর্থতা মোটেও জনগণের নয়। এককভাবে সরকারের।

আমাদের রাজনীতি, সংসদ ও বুদ্ধিজীবি মহল জাতীয় জীবনে সরকারের এ সকল ব্যর্থতা নিয়ে বড় কোন জিজ্ঞাসাও তৈরী করতে পারছে না। ফলে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মিলে তারা তৈরী করছেন স্থবিরতা। এর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নতুন তথ্য যুগের অবকাঠামো তৈরী এবং নবতর তথ্যশিল্পের দিকে মনোযোগ দেয়ার জন্য আমরা সরকার ও সংসদীয় দলসমূহ, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহসী উদ্যোগ প্রত্যাশা করছি।

লেখক সম্পাদক ঃ রেজাউল করিম • আবদুল হালিম • গোলাম নবী জুয়েল • মোঃ হাসান শহীদ